কালের কন্ঠ ০৩.০১.১৭

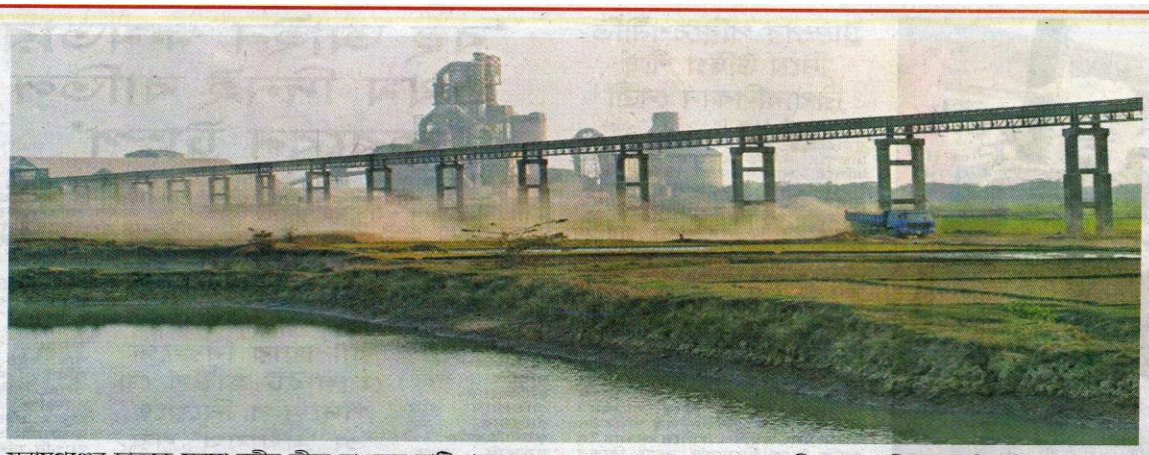

সুনামগঞ্জের ছাতকে সুরমা নদীর তীরে হাওরের মাটি খনন করে ব্যবহার করতে চাচ্ছে বহুজাতিক কম্পানি লাফার্জ। ছবি : কালের কণ্ঠ

হাওরের মাটি-পানি নিয়ে নতুন ভাবনা

শামস শামীম, সুনামগঞ্জ ▷

সুনামগঞ্জে আছে ছোট-বড় দেড় শতাধিক হাওর (জলাভূমি)। মাছ ও ধানের আধারখ্যাত হাওরগুলোয় আছে জলজ জীববৈচিত্র্য। হাওরে মিঠাপানি বছরের ১২ মাসই পাওয়া যায়। এই পানি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে উজানে ভারত থেকে নেমে আসা বালু ও পলিতে ভরাট হওয়া হাওরের তলদেশ খনন করে মাটি বিক্রিরও পরিকল্পনা চলছে। হাওরের তলদেশ নিজ খরচে খনন করে পানির আধার সৃষ্টির পাশাপাশি সেই মাটি সরকারকে রাজস্ব দিয়ে ব্যবহারের আগ্রহ দেখিয়েছে একটি বহুজাতিক সিমেন্ট কম্পানি। এ মাটিতে সিমেন্টে ব্যবহারের উপাদান আছে বলে সূত্র জানায়।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছে, এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে হাওরের মাটি ও মিঠাপানি বিক্রি করে মোটা অঙ্কের রাজস্ব পেতে পারে সরকার। এতে স্থানীয় ও জাতীয় উন্নয়নেও বিরাট ভূমিকা রাখবে হাওর।

সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সূত্র জানা গেছে, ছাতক উপজেলায় অবস্থিত লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি হাওরের তলদেশের মাটি খনন করে সরকারকে রাজস্ব দিয়ে সেই মাটি ব্যবহার করতে আগ্রহী। গত জুলাই মাসে তারা এ বিষয়ে একটি আবেদন করেছে। আবেদনের পর জেলা প্রশাসক এ বিষয়ে একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করে দিয়েছেন। কমিটিকে কোন এলাকার ভরাট হওয়া হাওর খনন করে মাটি ব্যবহার করা যাবে, মাটি ব্যবহারের ফলে কোনো সমস্যা বা সম্ভাবনা আছে কি না তা বিস্তারিত উল্লেখ করে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।

সুনামগঞ্জ

সুনামগঞ্জের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) সংশ্লিষ্টরা জানায়, দীর্ঘদিন ধরে পাহাড়ি ঢলের সঙ্গে উজান থেকে নেমে আসা বালু ও পলিতে হাওরের তলদেশ ভরাট হয়ে যাচ্ছে। এতে পানির আধার কমে যাওয়ায় প্রতিবছর আগাম বন্যায় হাওরের একমাত্র বোরো ফসল তলিয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় কৃষক। বেসরকারি হিসাবে এই কারণে চলতি বছর প্রায় এক হাজার ৫০০ কোটি টাকার বোরো ফসলের ক্ষতি হয়েছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, পাউবো, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও মৎস্য অধিদপ্তর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর বিভিন্ন সময়ে পাঠানো প্রতিবেদনে হাওরের ফসল ও মৎস্য সম্পদ রক্ষায় হাওর-জলাশয়-নদ-নদী খননের কথা জানিয়েছে। কৃষক ও জনপ্রতিনিধিরা নিয়মিত সরকারি বিভিন্ন ফোরামে এসব খননের দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু সেই দাবি বাস্তবায়নের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। সম্প্রতি লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি ওই এলাকার ভরাট হওয়া হাওর খনন ও মাটি কিনে ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়ায় খুশি কৃষক ও জনপ্রতিনিধিরা। পরিবেশ-প্রতিবেশ বিবেচনা করে ফসলরক্ষার জন্য তাঁরা এই চুক্তি করার জন্য সরকারকে আহ্বান জানিয়েছেন।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছে, লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট কম্পানি হাওর খনন ও মাটি কেনার কারণে বর্ষায় পানি ধারণের ক্ষমতা বাড়বে। এতে বোরো ফসল আগাম বন্যা থেকে রক্ষা পাবে। মৎস্য সম্পদও বাড়বে। একই সঙ্গে সরকার এ থেকে মোটা অঙ্কের রাজস্ব পাবে।

এদিকে গত আগস্টে সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসক শেখ রফিকুল ইসলাম প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে হাওরের মিঠা পানি প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বিক্রি করার জন্য একটি ডিও লেটার দিয়েছেন। ওই লেটারে জানানো হয়েছে, সুনামগঞ্জের হাওর-জলাশয়ে সারা বছরই প্রাকৃতিকভাবে নীলাভ মিঠাপানি সংরক্ষিত হয়। এটি প্রক্রিয়াজাত করে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

সুনামগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ও জেলা প্রশাসক গঠিত কমিটির সদস্য কৃষিবিদ জাহেদুল হক বলেন, 'প্রতিবছর উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের বালু ও পলিতে হাওর-জলাশয়, নদ-নদী ভরাট হচ্ছে। এতে আমাদের একমাত্র বোরো ফসল হুমকির মুখে থাকে। প্রতিবছরই ফসলহানি ঘটছে। আমরা সরকারকে নদ-নদী ও জলাশয় খননের কথা জানিয়ে আসছি। কৃষক ও জনপ্রতিনিধিরাও একই দাবি জানাচ্ছেন। সম্প্রতি লাফার্জ সুরমা জলাশয় খনন করে মাটি ব্যবহারের আবেদন করেছে। আমরা এর টেকনিক্যাল দিক নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করছি।'

সুনামগঞ্জ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী ও টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য মো. ইকবাল আহমেদ বলেন, 'লাফার্জ সুরমা আমাদের এই প্রস্তাব দেওয়ার পর আমরা জেলা প্রশাসক বরাবর লিখিত আবেদনের কথা বলেছিলাম। তারা সরকারের কাছে লিখিত আবেদনে হাওর খনন করে মাটি ব্যবহারের অনুমতি চেয়েছে।' লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট কম্পানির গণসংযোগ কর্মকর্তা শেখ মো. আবুল কালাম বলেন, 'আমাদের ধারণা, হাওর-জলাশয়ের মাটি সিমেন্টে ব্যবহারের উপযোগিতা আছে। আমাদের কনসালট্যান্টরা এই মাটিতে সেই গুণ পেয়েছেন। এ জন্য আমরা ভরাট হওয়া স্থানীয় হাওরগুলো নিজ খরচে খনন করে সরকারকে রাজস্ব দিয়ে সেই মাটি ব্যবহার করতে চাচ্ছি। পরিবহন সহজলভ্যতার কথা বিবেচনা করে আমরা পার্শ্ববর্তী হাওরগুলো আগে খনন করতে চাই। আমরা লিখিতভাবে সরকারকে আমাদের আগ্রহের কথা জানিয়েছি।'

জেলা প্রশাসক শেখ রফিকুল ইসলাম বলেন, 'গত জুলাইয়ে হাওর খনন ও রাজস্ব দিয়ে মাটি কেনার কথা জানিয়েছে লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট কম্পানি। প্রস্তাবটি এই জেলার কৃষকদের জন্য উপকারি হওয়ায় আমরা এর টেকনিক্যাল দিক দেখার জন্য বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করেছি। কমিটিকে এর সমস্যা, সম্ভাবনাসহ পরিবেশ-প্রতিবেশগত দিক দেখে প্রতিবেদন জমা দিতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া সম্প্রতি এই হাওরেরই স্বচ্ছ নীলাভ জল, যা মিঠাপানি হিসেবে পরিচিত, প্রক্রিয়াজাত করে দেশ-বিদেশে বাজারজাতের জন্য ব্যবস্থা নিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ডিও লেটার পাঠিয়েছি। এই দুটি প্রস্তাব অনুমোদন পেলে হাওর জাতীয় উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।'